গুঞ্জন নান প্রযোজিত
প্রকাশ চিত্রমের

বন্ধন

রঙীন

প্রযোজনা : গুঞ্জন নান

পরিচালনা : দিলীপ মুখার্জী

কাহিনী : শ্রীমতী অঞ্জু সেন

সংগীত অজয় দাস

গুঞ্জন নান প্রযোজিত
প্রকাশ চিত্রমের

বন্দিনী

রঙীন

অতিরিক্ত কাহিনী-চিত্রনাট্য-সংলাপ-অমল রায় ঘটক

কণ্ঠসংগীত : আশা ভোঁসলে, অমিত কুমার, অরুন্ধতী হোমচৌধুরী

অভিনয়ে :

ভিক্টর ব্যানার্জী, মুনমুন সেন, রাজেশ্বরী রায় চৌধুরী, ইন্দ্রাণী দত্ত
কালী ব্যানার্জী, নির্মল, জ্ঞানেশ মুখার্জী, রূপক মজুমদার,
ডাঃ সুরজিৎ ঘোষ (অতিথি শিল্পী), সুমিত্রা মুখার্জী, স্মিতা
সিংহ, অর্জুন ভট্টাচার্য্য, অভিজিৎ মুখার্জী, অমিত ব্যানার্জী
সোমনাথ ভট্টাচার্য্য, গৌতম বিশ্বাস, সৌরভ ব্যানার্জী,
বেনু সেন, নবীদ ঘোষ, কমল, গোপা আইচ, খেয়া
ঘোষ, দেবিকা মিত্র, মিতা চ্যাটার্জী, মৈত্রেয়ী মুখার্জী
টিনা রায়, রত্নাবলী ঘোষ এবং **তাপস পাল**

রূপসজ্জা : অনাথ মুখোপাধ্যায়

সহকারী : পঞ্চু দাস

সাজসজ্জা : বিষ্টুপদ দাস

কেশসজ্জা : সন্ধ্যা পোদ্দার, অসিত দাস

প্রচার সচিব : বিমল মুখার্জী

স্থিরচিত্র : এড্‌না লরেঞ্জ, পরিচয় লিখন : দিগেন ষ্টুডিও

আলোক সম্পাতে : সুনীল, কাশী, ডবরঞ্জন, কালটু, হংসরাজ,
রামদাস, রাকস্বরূপ

চিত্রশিল্পী : **পিন্টু দাসগুপ্ত**

সহকারী : বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, অলোক কুণ্ডু

সম্পাদনা : **অময় লাহা**

সহকারী : জয়ন্ত লাহা, শ্যামল আচার্য্য

শিল্প নির্দেশনা : **গৌর পোদ্দার**

সহকারী : শশাঙ্ক সান্যাল

কর্মসচিব : **প্রবোধ পাল**

সহকারী : নিরঞ্জন মাইতি, হাবুল রায়

নৃত্য-পরিকল্পনা : শিবচন্দ্র ঘোষ

প্রধান সহকারী পরিচালনা : **সনৎ কুমার মহান্ত**

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

অমর নান, নিমাই দাস, মেঘলা দাস, দেবেশ ঘোষ, সাদার্ন নাসিং হোম (কলিকাতা), ক্যাপটেন জি, সি, ভড়

সংগীত গ্রহণ : সমীর দাস, অডিও সেণ্টার

শব্দগ্রহণ : রঞ্জিৎ বিশ্বাস, প্রদীপ দত্ত, দেবদাস মজুমদার, এন এফ ডি সি আনন্দ মোহন চক্রবর্ত্তীর তত্ত্বাবধানে টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিওতে গৃহীত

এবং

রূপায়ণ রসায়নাগারে পরিস্ফুটিত

শব্দ পুনর্যোজনা : হীতেন ঘোষ, রাজকমল কলামন্দির (বম্বে)

গীত রচনা : **পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়**

পরিবেশনা : **মিতালী ফিল্মস্ প্রাঃ লিঃ**

কাহিনী

মেয়ের বান্ধবী সুসমিতার গান শুনে আর রূপ দেখে তাকে ছেলের বৌ করতে চাইলেন সুকান্ত রায় চৌধুরী। স্ত্রী মহামায়া এটা পছন্দ করলেন না। জানলো তাঁদের ছেলে ডঃ ভাস্কর রায় চৌধুরী। আপত্তি জানালো সংগে সংগে। কারণ তার পছন্দ মিত্রাকে। বাবার মুখোমুখি হয় ভাস্কর। সুকান্ত বাবু সুসমিতর বাবা বিমলবাবুকে কথা দিয়েছেন। তাই উত্তেজিত হন ভাস্করের আপত্তি শুনে। সে উত্তেজনার চূড়ান্ত ফল হয় ষ্ট্রোক। সারা জীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে যান সুকান্তবাবু। বাবাকে বাঁচাতে ডাক্তারের কথা মত সুসমিতাকে বিয়ে করতে বাধ্য হয় ভাস্কর। কিন্তু ফুলশয্যার রাতে সে সুসমিতাকে জানিয়ে দেয় তার সংগে কোন সম্পর্কই সে রাখতে পারবে না। এবং এটা সুকান্তবাবুকে না জানাবার জন্য বলে দেয়। সুসমিতা ভেঙ্গে পড়ে বিধবা খুড়শাশুড়ী ইন্দ্রানী দেবীর কাছে। তাঁরই স্নেহে তারই ঘরে জায়গা পায় সুসমিতা। ইন্দ্রানী দেবীর ছেলে শংকর প্রচণ্ড ভালবাসে বউদি সুসমিতাকে। তাই চোখের জল গোপন করে ইন্দ্রানী দেবী আর শংকরের স্নেহ ভালবাসা নিয়ে সুশান্তবাবুর সেবা করে চলে সুসমিতা। ভাস্কর মগ্ন মিত্রাকে নিয়ে। কিন্তু ভাস্করের বিয়ের পর মিত্রা বুঝতে পেরেছে যে ভাস্করকে সে সম্পূর্ণ পাচ্ছে না। সেই রাগে নিজের মত ভাস্করকেও মদের নেশায় ডুবিয়ে রাখে। একদিন মাতাল ভাস্কর বাড়ি ফেরে বেহুঁশ হয়ে। চাকর বিপিনের পক্ষে তাকে সামলানো কঠিন বলে আড়াল থেকে সেদিন সুসমিতা বেরিয়ে আসে। সেবা করতে থাকে স্বামীর। নেশার ঘোরে সুসমিতাকে মিত্রা ভেবে ভাস্কর তার ঘনিষ্ঠ হয়। সুসমিতা উজার করে নিজেকে তুলে দেয় স্বামীর কাছে। খুশী হয় সব পাওয়ার আনন্দে। কিন্তু ভুল ভাঙ্গে পরদিন। স্বাভাবিক অবস্থায় ভাস্কর সুসমিতাকে সহ্য করতে পারে না। বের করে দেয় ঘর থেকে।

সুসমিতার বাপ বিমলবাবু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় সুসমিতা বাপের বাড়ি যায় শংকরের সংগে। থাকেও কয়েকটা দিন।

এরই মধ্যে সুসমিতার সন্তান সম্ভবনার খবর বাড়ির সবাই জানে। মিত্রার চক্রান্তে বিমলবাবুর দ্বিতীয়া স্ত্রী, সুসমিতার সৎমা চিঠি লিখে ভাস্করকে। শংকর আর সুসমিতাকে নিয়ে কুৎসা ভরা চিঠি। ভাস্কর প্রকাশ্যে জানায় এ সন্তান তার নয়। ভাস্করের। শুরু হয় চরম নাটক। পরিণতি জানতে দেখুন ব্যবধান।

গান

১

কোন কিছু নেই তো আমার
কাউকে দেবার মত।
তুমি দিলে যে গান আমার
তার বেশী জানি না ত
এত বড় সুনীল আকাশ
তারই নীচে ছোট্ট কুঁড়ি
কি দেবো গন্ধ আমি
কী আছে আমার মাধুরী।
ছোট্ট ফুল যে আমি
পাপড়ি মেলবো কতো।
কণ্ঠে শুধু আছে গান
তাই মোর এ গান গাওয়া
এ গানই হোক একাকার
সুখ আর দুঃখ যত
কোন কিছু নেই তো আমার
কাউকে দেবার মত
তুমি দিলে যে গান আমায়
তার বেশী জানি না তো।
কোন কিছু নেই তো আমার ॥

২

কত না ভাগ্যে আমার
এ জীবন ধন্য হলো।
সিঁথির এই একটু সিঁদুরে
সব কিছু বদলে গেল।
যে মালাটি কণ্ঠে পেলাম
সে তো নয় শুধু মণিহার
এ আমার পরম পাওয়া
জীবনের সেরা উপহার।
বুঝি তাই সত্যি হয়ে
স্বপ্নরা নয়নে এলো।
সিঁথির এই একটু সিঁদুরে
সব কিছু বদলে গেল
কত না ভাগ্যে আমার।
সুখী যদি করতে পারি
সুখী আমি তাতেই হবো
ব্যথা যদি কখনো আসে
সে ব্যথাকে একাই লবো।
শক্তি দিও ভগবান
শুভাশীষ মাথায় ঢেলো
সিঁথির এই একটু সিঁদুরে
সব কিছু বদলে গেল।
কতনা ভাগ্যে আমার
এ জীবন ধন্য হলো।

৩

ভোরের ও আকাশে দিলে একী সুর
একী সুর
আলোক লগনে গগনে পগনে
লাগে সে যে বড় সুমধুর

ভোরের ও আকাশে দিলে একী সুর
একী সুর
ঘুম ভেঙ্গে জাগে নতুন পৃথিবী
জেগে ওঠে নতুন জীবন
নতুন আশাতে নতুন ভাষাতে
সে আলোতে ভরে দুনয়ন।
যা কিছু কালিমা আলোরই মহিমা
নিমেষে যে করে দেয় দূর।
ভোরের আকাশে দিলে একী সুর
একী সুর।
মন বলে ওঠে আমিও রয়েছি
আলোকেরই ওই ভরসায়
বাঁচার স্বপনে আমিও মরেছি
বিধাতার কিছু করুণায়
পরাণ জেগেছে হৃদয় ঝরেছে
প্রেরণার সোনা রোদ্দুর
ভোরের আকাশ দিলে একী সুর।

৪

জেনে শুনে একী করলাম
হায়রে হায়রে হায়
জেনে শুনে একী করলাম
তুমি আমি দুজনাতে
কেন এত প্রেমে পড়লাম
হায়রে হায়রে হায়
জেনে শুনে একী করলাম
প্রেম না করে কি আর থাকা যায়
মন কি লুকিয়ে রাখা যায়।
তোমায় ভালো আমায় বাসতে হবেই
তোমার কাছে আমায় আসতে হবেই
আজ আমি বুঝে তা নিলাম।
এ মন দিয়ে ঐ মনেতে
মনটাকে তাই ভরালাম।
জেনে শুনে একি করলাম।
চোখ না মেলেও যাকে দেখা যায়
গানে গানে তাকে লেখা যায়
তোমায় ভালবাসি বলতে হবেই
তাই এত কাছেতে এলাম
এ হাত দিয়ে ও হাতটাকে
ভাল করে তাই ধরলাম
জেনে শুনে একি করলাম
হায়রে হায়রে হায়
জেনে শুনে একি করলাম।

৫

যে ফুল ঝরে না কোন দিনে
সেই ফুল আমি নিতে চাই
চাই ফুলের মত মুখটি তোমার
যার তুলনা কোথাও কিছু নাই।
যে ফুল ঝরে না কোন দিন
সেই ফুল আমি নিতে চাই
চাই যে এমন উঁপহার
শেষ নেই কোন দিনও যার
তাই ভালবাসা ভরা মনটি তোমার
আমি যেন বুক ভরে পাই।
বল নাগো এত সুখ আর
এ জগতে আছে ওগো কার
আমি ভেসে যাবো আজীবন -
স্বপনে সে তার
গানে গানে এ কথা জানাই
সে ফুল ঝরেনা কোন দিন
সেই ফুল আমি নিতে চাই।